Embassy of the People's
Republic of Bangladesh in Manila

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ দূতাবাস, ম্যানিলা

ফিলিপাইনে জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

তারিখঃ ১৭ মার্চ ২০২৩

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ পালন করেছে ফিলিপাইনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। পৃথক দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশি ও ফিলিপিনো শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে দিবসটি পালিত হয়।

দিবসের প্রারম্ভে বাংলাদেশ হাউজে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ফিলিপাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এফ. এম. বোরহান উদ্দিন। এরপর ফিলিপাইনের স্কুলশিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জীবন ও আদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দূতাবাসের উদ্যোগে ম্যানিলার কেজন সিটিতে অবস্থিত ব্রিলিয়ান্ট জুনিয়র একাডেমি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকবৃন্দ ও স্কুল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

স্কুল অধ্যক্ষ মিজ ক্রিস্টিন মেজকারস তাঁর স্বাগত বক্তব্যে চমৎকার অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় শিশু দিবসে ফিলিপিনো শিশু কিশোরদের অর্ন্তভুক্তি এখানকার শিশুদের বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে আরো আগ্রহী করে তুলেছে। নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মাঝে আকর্ষণীয়ভাবে বাংলাদেশের জাতির পিতার জীবনী তুলে ধরার দূতাবাসের এই প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানান। সেই সাথে ব্রিলিয়ান্ট স্কুলকে শিশু দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের অংশ করার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবান জানান।

রাষ্ট্রদূত বোরহান উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী শিশুদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি একজন বিশ্বনেতা। অসীম সাহসকিতা, অসাধারন নেতৃত্ব, ছোটদের প্রতি ভালবাসা, গরীব-দুখী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ-বঙ্গবন্ধুর এ সকল গুণাবলি বিশ্বের সকল শিশু-কিশোরদের আরো মানবিক ও সুনাগরিক হতে অনুপ্রানিত করে তোলে। তিনি শিশুদের বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান।

বক্তব্য শেষে রাষ্ট্রদূত স্কুলে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন। তিনি উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের মাঝেও শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেন। এরপর ছোট্র শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত এনিমেটেড ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। সবশেষে স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় যেখানে স্কুল শিক্ষার্থীরা বাংলা ছড়া গান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে রাষ্ট্রদূত ও স্কুল অধ্যক্ষ জন্মদিনের কেক কাটেন।

এছাড়া, বিকেলে দূতাবাস প্রাঙ্গণে বাংলাদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত উপস্থিত শিশুকিশোরদের নিয়ে জাতির পিতা প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রদূত প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধায় জাতির পিতাকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ও আন্তরিক। তিনি যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়িত করার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে তিনি নতুন প্রজন্মকে সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, জাতির পিতার আদর্শ, দর্শন ও কর্মচিন্তায় আমাদের শিশুদের উপযুক্ত করে গড়তে পারলে আগামী প্রজন্ম সৃজনশীল হয়ে গড়ে উঠবে।

আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত শিশুকিশোরদের জন্য একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ এবং কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(সায়মা রাজ্জাকী)
কাউন্সেলর

2nd Floor, HERCO Center, 114 Benavidez Street, Legaspi Village, Makati City 1229, The Philippines
PABX: (00632)-88175001 and 88175010